সংবাদ

তারিখ 27 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

ঝালকাঠিতে ১৮ বছর পর চাকরি ফিরে পেলেন তিন শিক্ষক

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার বিকেসিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩ শিক্ষক আশীষ কুমার মিস্ত্রী, মো. আব্দুর রহিম, খলিলুর রহমান ও করণিক আব্দুর রহমান মাঝি ১৮ বছরআইনি লড়াই পরে গত শনিবার বিদ্যালয় যোগদান করেছে। প্রতিষ্ঠান প্রধান দিলীপ দাস এদের যোগদানপত্র গ্রহণ করেছেন এবং তাদের হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর নেয়া ও ক্লাস বণ্টনের বিষয়টি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাথে আলাপ করে ৭ দিনের সময় নিয়েছেন। এই ১৮ বছরে এই শিক্ষকরা বেতন ভাতা পায়নি এবং আইনি লড়াই করতে গিয়ে এরা আর্থিক ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেছে।

জানা গেছে, ১৯৮৯ সালে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই এই শিক্ষক ও কর্মচারীরা কাজ করছিলেন। ১৯৯৭ সালের ১৮ মার্চ তাৎকালীন প্রধান শিক্ষক সহ এই শিক্ষক ও কর্মচারীকে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি নিয়ম নীতি না মেনে সাময়িকভাবে বরখাস্ড় করেন। একই ভাবে আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে বোর্ডের আপিল ও আর্বিটেশন কমিটির পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ১৯৯৭ সালের ১২ মে, চূড়ান্ত বরখাস্ত আদেশ দেন। ওই সময় বরখাস্কারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যশোর শিক্ষা বোর্ড ১৯৯৭ সালের ১৬ অক্টোবর এই শিক্ষক ও কর্মচারীকে পুনর্বহালের নির্দেশ দিলেও তা কার্যকরী না করে হয়রানি করতে থাকে। এই শিক্ষকরা একত্রিত হয়ে ঝালকাঠির নলছিটি সহকারী জজ আদালতে ৮৮/২০০০ নং দেওয়ানী মামলা দায়েল করে। এই শিক্ষকদের অনান্য পদ আনানুগ ভাবে শূন্য না হওয়া সত্বেও তাদের স্থলে কতক নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, যা দুর্নীতি ও অনৈতিক নিয়োগ বানিজ্য ছিল। বহিস্কার করা শিক্ষকদের আনিত ওই মামলা সহকারী জজ আদালত খারিজ করলে এই শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে ১/২০০৭ নং দেওয়ানি আপিল মামলা দায়ের করে। এই আপিল মামলাটি ২০১১ সালের ৬ জুন শুনানিতে দোতর্ফা সূত্রে মঞ্জুর হয়ে ৮৮/২০০০ নং মামলায় পরিবর্তিত আকারে ডিক্রি দিয়ে এই শিক্ষকদের কর্মরত শিক্ষক হিসেবে ঘোষনা করে বকেয়া বেতন ভাতা সহ মাসিক বেতন ভাতা উত্তোলন ও বিতরণের জন্য বাধ্যতামূলক আদেশ প্রদান করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০১১ সালের ২৩ নভেম্বর শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে যো গদানপত্র দাখিল করে কিন্তু তা তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কার্যকর না করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৩৪/১২ নং সিভিল মামলা দায়ের করে। এই মামলাটি হাই কোর্টে ২০১৪ সালের ২৭ মে, শুনানী শেষ হয় এবং এই শিক্ষকদের আপিল আদালতের রায় ডিক্রি মোতাবেক কর্মরত শিক্ষক ঘোষনা করে আপিল আদালতের রায় বহাল রেখে বিদ্যালয়ের দায়ের করা রিভিশন মামলা খারিজ করেন। মাহামান্য হাই কোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে এই ৩ শিক্ষক এবং কারনীক ২০১৫ সালের ২৫ জুলাই দীর্ঘ ১৮ বছর পরে বিদ্যালয় যোগদান পত্র দিয়েছে এবং তা গ্রহন করা হয়েছে।